



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



বাবরি মসজিদের জমি জবরদখল ও হিন্দুত্ববাদী আদালতের রায়ে বিরুদ্ধে বিশেষ বিবৃতি

তারিখ: ০১ রবিউস সানি, ১৪৪১ হিজরী । ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ ঈসায়ী
বিবৃতি নং- জিম.মিম_১৪৪১_০০২

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি 'আর-রাজ্জাক'; পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যার দয়ার দস্তুরখান বিছানো এবং যার অব্যাহত রিজিক ছাড়া কোনো প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান পথপ্রদর্শকের প্রতি, যিনি মানবতার চরম দুর্দিনে হিদায়াতের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করেছেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার পবিত্র কিতাবে বলেন,

"আর তাদের চেয়ে বড় জালাম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে?" [সূরা বাক্বরা:১১৪]

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাবরি মসজিদ মামলার যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তা কোনো বিচার নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর ওপর হিন্দুত্ববাদী শক্তির এক নগ্ন আগ্রাসন। পাঁচশ বছরের পুরনো একটি মসজিদকে ভেঙে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের অনুমতি দিয়ে ভারতীয় আদালত প্রমাণ করেছে যে, সে দেশে মুসলিমদের জান-মাল ও ইজ্জতের মতো তাদের উপাসনালয়েরও কোনো নিরাপত্তা নেই। কোনো আদালতের রায়ে মসজিদের ভূমি মন্দিরে পরিণত হতে পারে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, একবার যেখানে মসজিদ কায়েম হয়, কিয়ামত পর্যন্ত তা আল্লাহর মালিকানাধীন ভূমি হিসেবেই গণ্য হয়। বাবরি মসজিদের প্রতিটি ধূলিকণা আজও মুসলিমদের আমানত। তথাকথিত ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন হলো। আদালত আজ ইনসাফের বদলে সংখ্যাগুরুদের তুষ্টি ও আরএসএস-বিজেপির রাজনৈতিক



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



এজেন্ডাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই রায় প্রমাণ করে যে, ভারতে মুসলিমদের জন্য আইনি লড়াইয়ের পথ রুদ্ধ, ভারতের ভূমি তাদের জন্য দিন দিন সংকীর্ণ করা হবে। ১৯৯২ সালে যারা হাতুড়ি নিয়ে আল্লাহর ঘর শহীদ করেছিল, আজ রাষ্ট্রীয় কলম দিয়ে সেই একই কাজ সম্পন্ন করা হলো। এই অবিচার কেবল ভারতের মুসলিমদের নয়, বরং বিশ্বের দুইশ কোটি মুসলিমের হৃদয়ে আঘাত।

হে ভারতের এবং উপমহাদেশের মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কেবল চোখের পানি ফেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বাবরির কান্না আজ আমাদের ঈমানি মর্যাদাবোধকে জাগ্রত করার ডাক দিচ্ছে। আজ সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং নিজেদের অধিকার ও দ্বীন রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার। যতই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আমরা ততই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই ভবিষ্যৎ বাণীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যা আমাদেরকে ইঙ্গিত দেয় হিন্দুস্তানে তাওহীদ ও শিরকের এক ভয়াবহ যুদ্ধের। তাই রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সময় নষ্ট না করে সেই চূড়ান্ত সময়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন যা ইমান ও কুফরের ফয়সালা কারী দ্বন্দ্ব হবে।

আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, জুলুমের রাজত্ব চিরস্থায়ী নয়। মুশরিক জোটকে অবশ্যই মুজাহিদ্দীনের মোকাবিলা করতে হবে। সোমনাথ থেকে বাবরি- প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির হিসাব নেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ, হকের বিজয় সুনিশ্চিত এবং বাতিলের পরাজয় অনিবার্য।



SAHAM AL-HIND

সাহাম আল-হিন্দ মিডিয়া ফাউন্ডেশন